মুজিবনগরে অসহায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মুজিবনগরে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) এর ১৫২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে শনিবার বিকালে আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া খেলার মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি ইস্রাফিল রহমান, গাংনী আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ শফিকুল কার্পাস, কার্বাসডাঙ্গা জামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মামুনুল হক, আনন্দবাস গ্রামের কৃতিসন্তান মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক গিয়াস উদ্দীন, আনন্দবাস ইটি জে বালিকা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দীন প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১২০ জন অসহায় শীতার্তদের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে ১৯৯ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় র্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনীর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২ সিপিসি-৩ গাংনীর অধিনায়কের নির্দেশনায় র্যাবের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের পুত্র মিনারুল ইসলাম (৫২) কে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল WINCEREX নেশাজাতীয় সিরাপ এবং একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান জব্দ করা হয়।

র্যাব সূত্রে জানা যায়, আটককৃত মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে সে।

এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ৩৬(১) সারনির ১৪(গ)/৪১ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালন

“নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে আলোচনা সভা এবং অদম্য নারীদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার

মুদ্রাক্ষরিক নয়নতারা নিশাতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তা গৌতম কুমার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর বাকের আলী এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

আলোচনা সভা শেষে সমাজে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ‘অদম্য নারী’ ক্যাটাগরিতে ৫ জন নারীকে সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত অদম্য নারীরা হচ্ছেন অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের গাবু মন্ডল ও পাউমিলা মন্ডলের মেয়ে সন্ধ্যা মন্ডল। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনকারী নারী: উপজেলার মোনাখালী গ্রামের রেজাউল মির ও ফুলমালা খাতুনের মেয়ে ঈশিতা পারভীন রিক্তা। সফল জননী নারী: উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আলিমুদ্দিন মন্ডল ও জোবেদা খাতুনের মেয়ে রোকেয়া খাতুন। নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বুধন মন্ডল ও লক্ষ্মী মন্ডলের মেয়ে ভেরুনিকা মন্ডল।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের লিয়াকত আলী খান ও সনাতন বিবির মেয়ে রেহেনা খাতুন।
অদম্য নারীদের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে ভুল ব্যানারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে প্রাথমিকে বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলন

যেখানে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা এক বছরের অনুশীলনের পর বসেছে বার্ষিক পরীক্ষায়, সেখানে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলাকালীন মুজিবনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা উচ্চমান গ্রেডের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা করছেন প্রধান শিক্ষক ও স্কুলের দপ্তরী। যেখানে সহকারী শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে, সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকরা প্রধান উপদেষ্টা বরাবর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে সকাল থেকেই উপজেলা পরিষদ চত্বরে কর্মবিরতি করছেন।

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষা চললেও শিক্ষকদের এ কর্মসূচির কারণে পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীর ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা। শিক্ষা কার্যক্রমে বিরতি পড়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

সকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, একাধিক শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা চলছে। প্রধান শিক্ষকরা একা সামলাতে না পেরে কিছু ক্লাসে দপ্তরী বসিয়ে রাখছেন, কিছু ক্লাসে অভিভাবকদের বসিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করছেন।

মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, দাবি-দাওয়ার নামে শিক্ষকদের হঠাৎ কর্মবিরতি পুরোপুরি শিক্ষার্থীদের ‘জিম্মি’ করে ফেলেছে। পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকরা না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম জানান, সরকারের পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে কঠোর কর্মসূচি নিয়েছেন। তাদের

দাবির মধ্যে রয়েছে দশম গ্রেডে বেতন প্রদান পদোন্নতি কাঠামো পুনর্বিন্যাস, সহকারী শিক্ষকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত দায়িত্ব কমানো, বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষকরা সবচেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

ভবরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক বলেন, সহকারী শিক্ষকরা না থাকায় নিজেকেই পরীক্ষা পরিচালনা করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে সমস্যা হলে কিছু ক্লাসে দপ্তরী এবং কিছু ক্লাসে অভিভাবক বসিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছি। যত কষ্টই হোক, পরীক্ষা শেষ করাতে হবে।

মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান জানান, মুজিবনগর উপজেলায় ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে। সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন করায় প্রধান শিক্ষকদের একলার পক্ষে পরীক্ষা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপরও শিক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষা দিতে সমস্যা না হয়, সেই বিষয়ে আমরা উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রতিনিয়ত স্কুলগুলোতে খেয়াল রাখছি।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

মুজিবনগরে শিক্ষকদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে স্মারকলিপি প্রদান

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আপাতত ১১তম গ্রেড প্রদান,

উচ্চতর গ্রেড সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা প্রদানসহ তিন দফা দাবিতে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে “কমপ্লিট শাটডাউন” বা “তালাবদ্ধ কর্মসূচি” চলছে।

তারই অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বরাবর প্রদান করেন।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ সাময়িক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর ও গাংনীতে ২২ লাখের নির্বাচনী বরাদ্দ উৎসব

মেহেরপুর জেলার দুই উপজেলা, সদর ও গাংনীর মোট ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে ২২ লাখ ৩০ হাজার ৯৯৪ টাকা।

নির্বাচনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ঘাটতিগুলো দ্রুত ঠিক করে ভোটগ্রহণ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে জেলার অন্য উপজেলা মুজিবনগর এখনো কোনো বরাদ্দ পায়নি, যা স্থানীয়ভাবে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিদ্যালয়।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলার ৪৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১৯ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৮ টাকা। এর মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া বিদ্যালয়গুলো হলো—তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, ভরাট, করমদি, কল্যাণপুর, কাজিপুর, ভবানীপুর, নওদাপাড়া, পীরতলা, রামনগর, বালিয়াঘাট, তেরাইল, নওদা মটমুড়া, কুমারিডাঙ্গা, মিনিপাড়া, শিমুলতলা, বানিয়াপুকুর, ষোলটাকা, ভোমরদহ, হিজলবাড়িয়া, চৌগাছা, গাড়াডোব, আযান, যুগিন্দা, পাকুড়িয়া, ধানখোলা, ভাটপাড়া, কসবা, সানঘাট, গাংনী মডেল, রাধাগোবিন্দপুর, সাহারবাটি দক্ষিণপাড়া, জালশুকা ও মালসাদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৩৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছে হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মচাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢেপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং করমদী পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আর সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ২৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা, নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ ১৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা এবং বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

পুরো বরাদ্দ তালিকা প্রকাশ পেলেও মুজিবনগর উপজেলাকে এখনো কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের আগের সময়সীমা, সংস্কারের জরুরি নির্দেশনা এবং বাকি দুই উপজেলার বরাদ্দ কাঠামো সামনে রেখে মুজিবনগরের বিদ্যালয়গুলো কেন তালিকার বাইরে রইল—এ রকম প্রশ্ন স্থানীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গণে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বরাদ্দ দিয়েছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জেলার যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেগুলোকে ভোটগ্রহণের উপযোগী করে তুলতে এই বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আমরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ পেয়েছি। মুজিবনগর উপজেলার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব দ্রুতই এই বরাদ্দের চিঠি পাওয়া যাবে।

[redacted]

[redacted]